

থেনেড হামলা ॥ রাজনৈতিক গোয়েন্দা তথা ফেলু দা কাহিনী!

ফজলুল বারী ॥ বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউর ২১ আগস্টের থেনেড ট্র্যাজেডির রহস্য উদ্ঘাটনে দেশের বাঘা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে এখন পর্যন্ত অগ্রগতির কোন খবর নেই। ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করা হয়েছিল বিতর্কিত নেতৃত্বের অভিযোগে কাজ শুরু করার আগে সেটিও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অতঃপর বিব্রত সরকার রহস্য উদ্ঘাটনে দ্বারস্থ হচ্ছে ইন্টারপোলের। এ পরিস্থিতিতে ইন্টারপোল আসবে বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত গোয়েন্দারাও বসে নেই। তারা এখন সমন্বয়হীন যাকে যেখানে সুবিধামতো পাচ্ছেন বলছেন নানা গল্প। ওয়াকিফহাল একটি সূত্র বিষয়টির নামকরণ করেছে ‘রাজনৈতিক গোয়েন্দা গল্প’। এমন এক গল্পকারের সর্বশেষ আবিষ্কার, ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউতে থেনেড হামলার বিষয়টি শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ছিল না! এ গল্পগুলো যাঁরা শুনছেন তাঁদের অনেকে আবার মনে করছেন প্রয়াত ড. হুমায়ুন আজাদকে। মৌলবাদী হামলায় আক্রান্ত হয়ে সিএমএইচ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ড. আজাদকে তাঁর ওপর হামলাকারীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিলেন এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা। তাঁর জিজ্ঞাসার ধরন-ধারন দেখে তাঁকে তিনি সত্যজিৎ রায়ের ‘ফালুদা’ কিশোর উপন্যাস পড়ার উপদেশ দেন। ড. আজাদ পরে নিজে ঘটনাটি বলেন সাংবাদিকদের। সূত্রগুলোর মতে, এখনকার গল্পগুলোও যাঁরা বলছেন-ছড়াচ্ছেন তাঁরা গোয়েন্দা সাহিত্য ভাল পড়েছেন মনে করার উপায় নেই। যে জন্য এসব গল্পের বর্ণনা, ধারাবাহিকতাও বিশেষ কাঁচা। ঘটনার কোন পরম্পরা নেই। তা পাঠককে ভাবায় না। উল্টো সৃষ্টি করে হাস্যকৌতুকের। ওয়াকিফহাল একটি সূত্র এ ব্যাপারে আক্ষেপ করে বলেছে, দায়িত্বশীল সরকারী সংস্থাগুলো পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন হতে চায়। সে জন্যই দেশের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে চরম ইমেজ সঙ্কটের স্পর্শকাতর বিশেষ এক পরিস্থিতি।

বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউতে পরিচালিত থেনেড হামলার ঘটনাটি সেখানকার কোন ভবনের ওপর থেকে না নিচে থেকে চালানো হয়েছে এ নিয়ে গোয়েন্দা-গোয়েন্দায় এখন মতবিরোধ প্রচণ্ড। মুহূর্ত্ত থেনেড চার্জের পাশাপাশি সেখানে গুলি চালানো হয়েছিল কি-না এ নিয়েও বিরোধের শেষ নেই। এর মাঝে একটি সংস্থা সরকারী কর্তব্যজিদের অনানুষ্ঠানিক জানিয়ে দিয়েছে, সেদিন সেখানে গুলির কোন ঘটনাই ঘটেনি। শেখ হাসিনার গাড়িতে সৃষ্ট ক্ষতের চিহ্নগুলো নাকি গুলির নয়, থেনেডের স্পিন্টারের। থেনেডগুলো কোথাকার, এগুলোই সর্বশেষ চট্টগ্রামে ধরা পড়া অস্ত্রের চালানে ছিল কি-না এ নিয়ে অবশ্য মুখ খুলে কেউ কিছু বলতে রাজি হচ্ছেন না। হামলাকারীরা কোন ইসলামী মৌলবাদী জঙ্গী গ্রুপের সদস্য তা নিয়েও অনেকের মুখে কুলুপ আঁটা। বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউর সমাবেশে এত থেনেড ফাটল কিন্তু এখন পর্যন্ত এগুলো ছুড়ে মারার সঙ্গে জড়িত বা মারতে দেখেছে এমন একজনকেও শনাক্ত করা যায়নি। কোন ক্লু পাওয়া যাচ্ছে না। অতঃপর সিএমএইচ চিকিৎসাধীন সাবেক সেনা কর্মকর্তা এবং আওয়ামী লীগ নেতা মেজর জেনারেল (অব) তারেক সিদ্দিকীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। গোয়েন্দারা এর মাঝে মিডিয়ার কাউকে কাউকে বলেছেন, তাঁর কাছ থেকে নাকি পাওয়া গেছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য। ঘটনার সময় তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগ অফিসে ঢোকান সিঁড়ির গোড়ায়। একটি পত্রিকায় বিশেষ করে তাঁর পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি শেখ রেহানার দেবর।

শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা নয়!

সিলেটের মেয়র বদরউদ্দিন কামরানকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সেখানকার পুলিশ-বিএনপি-জামায়াত বলার চেষ্টা করেছে হামলাটি মেয়রের উদ্দেশ্যে ছিল না। কারণ ঘটনার আগে তিনি সেখান থেকে চলে গেছেন। বলার ঢংটি ছিল এমন-মেয়র যদি ঘটনায় মরতেন তাহলে বলা যেত হামলাটি তাঁকে উদ্দেশ্য করে হয়েছিল। এখন যাঁদের বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউর ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁরাও সে রকম একটি কথা বলা শুরু করে দিয়েছেন। বলা শুরু হয়েছে এটিও শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ছিল না। এদের যুক্তি-শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের হত্যার উদ্দেশ্যেই যদি হামলা হবে তাহলে মঞ্চ ট্রাকটিতে কেন একটিও থেনেড পড়ল না। ওই সময়ে সেটিতে একটি থেনেড ফেললে তো শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ১১ নেতা সেখানে একসঙ্গে মারা পড়তেন। এও বলার চেষ্টা শুরু হয়েছে, ঘাতকরা সেখান থেকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীকে সরে যাবার বেশ সময়ও নাকি দিয়েছে। সে জন্য ওই অবস্থার ভেতর তাঁর গাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। বিদেশী একটি গোয়েন্দা সংস্থার দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বলার চেষ্টা হচ্ছে, ঘটনার সঙ্গে তারা জড়িত বলে তারা শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চায়নি। শেখ হাসিনা নিহত হলে বলা যেত ঘটনা ঘটিয়েছে চিহ্নিত অপর দেশের গোয়েন্দা সংস্থা। এমন নানা কাহিনী! তাহলে কেন হামলাটি হয়েছে? যে ঘটনায় নিহত হয়েছেন আইভি রহমানসহ ২০ জন। আহত হয়েছেন কয়েক শ’, স্পিন্টারের আঘাতের ক্ষতে যাঁদের অনেকে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাবেন। গোয়েন্দা গল্পকাররা বলার চেষ্টা করছেন, ঘাতকচক্রটি সেখানে একটি বড় ম্যাসাকার চেয়েছিল। তারা সেটি পেরেছে। সেখানে লোকজন বেশি থাকতে মানুষ মরেছে কম। মানুষ কম থাকলে থেনেডের স্পিন্টারগুলোর সজোর আঘাতে মানুষ মারা পড়ত বেশি।

সেই দুই যুবকের লাশ!

২২ আগস্ট রাতে ‘ওপরের নির্দেশে’ অজ্ঞাত দুই যুবকের লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে তড়িঘড়ি নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয় আজিমপুর গোরস্থানে। এ লাশ দাফন নিয়ে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ সন্দেহের। ২১ আগস্ট নিহতদের লাশ নিয়ে আওয়ামী লীগ ২২ আগস্ট বাদ আছর বায়তুল মোকাররম মসজিদে নামাজে জানাজা করতে চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশ লাশ না দেয়াতে সেখানে হয়েছে গায়েবানা জানাজা। লাশ গ্রহণ নিয়েও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গের বাইরে নানা হয়রানির শিকার হন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং নিহতদের পরিবারবর্গ। তাঁরা আওয়ামী লীগের পতাকায় কফিন মুড়িয়ে লাশ গ্রহণের অপেক্ষায় বসে ছিলেন। কিন্তু ২২ আগস্ট সারাদিন অপেক্ষায় রেখে তাঁদের লাশ দেয়া হয় অনেক রাতে। সেই সময়ে সেখানে এমন ১৪ লাশ হস্তান্তরের পর অজ্ঞাত পরিচয় দু’টি লাশ রাতের বেলা তড়িঘড়ি দাফন করা হয় আজিমপুর গোরস্থানে। এই লাশ দাফন নিয়েও চলেছে নানা নাটক। পুলিশের পক্ষে বলা হয়েছে, তারা লাশ দু’টি দাফনের জন্য আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামকে দিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সংস্থাটির কাছে পাওয়া গেছে ভিন্ন বক্তব্য। সে রাতে রমনা থানার দু’জন এসআই আঞ্জুমানের অফিসে গিয়ে লাশ দু’টি দাফনের কথা বলে। আঞ্জুমানের পক্ষে বলা হয়, রাতের বেলা তারা কোন লাশ দাফন করে না। কিন্তু ‘ওপরের নির্দেশ’-ছিল লাশ দু’টি রাতেই দাফন করতে হবে। তখন পুলিশের পক্ষে আঞ্জুমানের গাড়ি, ড্রাইভার, লোকজন এসব সঙ্গে নিয়ে আজিমপুর গোরস্থানে ব্যবস্থা করা হয় দাফনের। এত আয়োজনের মাধ্যমে যে সব দাফন এখন আবার বলা হচ্ছে সে দু’জনের মধ্যে থাকতে পারে থেনেড বহনকারী বা হামলাকারী। আমাদের সব বোমার ঘটনার পরেই মৃতদের নিয়ে এমন একটি কথা বলা হয়েছে। সে জন্য প্রশ্ন উঠেছে, আঞ্জুমানের অনগ্রহ সত্ত্বেও কার অগ্রহে অজ্ঞাত পরিচয়ের লাশ তড়িঘড়ি দাফন করা হয়েছে সে রাতে?

রহস্যময় ই-মেইল

এখন পর্যন্ত তিনটি সংগঠন ই-মেইল পাঠিয়ে ২১ আগস্টের ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার, শেখ হাসিনাকে হত্যার বিষয়ে দিয়েছে নতুন হুমকি। এগুলো হলো হিকমাতুল জিহাদ, মুজাহিদি তৈয়ব এবং জনযুদ্ধ। প্রথম দু’টির নামে কোন সংগঠনের অস্তিত্বের কথা এর আগে কেউ শোনেনি। জনযুদ্ধ আবার শেখ হাসিনার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকেও হত্যার হুমকি দিয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে এ সংগঠনটির উৎপত্তি রহস্য-ছত্রছায়া নিয়ে নানা প্রচার আছে। জনযুদ্ধের এক ক্যাডার কামরুল সর্বশেষ খেফতার হয়েছে ঢাকায়। খুলনা পুলিশের সূত্রগুলো বলেছে তাকে ছাড়িয়ে নেবার তদ্বির করছেন বিএনপি এবং জামায়াতের প্রভাবশালী দুই এমপি। ই-মেইলগুলো মূল কালপ্রিট-ঘাতকদের আড়াল করার উদ্দেশ্যে পাঠানো কিনা তা নিয়েও দেখা দিয়েছে সন্দেহ। হিকমাতুল মুজাহিদির নামে ই-মেইল এ্যাকাউন্টটি খোলা হয় ঘটনার দু’দিনের মাথায় ২৩ আগস্ট। ঘটনার হোতাদের শনাক্ত করতে না পারায় এসব নিয়ে যে যার মতো রাজনৈতিক রহস্য গল্প বলারও যেন শেষ নেই।